OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 367 - 373
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 367 - 373
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মাইকেলের ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটক : একটি পুনঃপাঠ

সুকান্ত ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মিরাণ্ডা হাউস, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: sukanta.ghosh@mirandahouse.ac.in
0009-0006-9564-466X

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Bengal Renaissance, Biography of Madhusudan, Sharmistha Drama.

Abstract

Michael Madhusudan Dutt stands as one of the most exceptional and influential figures of the nineteenth-century Bengal Renaissance. Just as the intellectuals of fourteenth-century Italy rediscovered the classical past through a renewed vision and re-established humanistic values, Michael, a multilingual genius, may be regarded as their worthy successor in Bengal. He revisited ancient literary traditions with a modern sensibility, interpreting them through the lens of humanism, individualism, and Romantic imagination.

This paper focuses on ‘Sharmistha’, Michael’s first Bengali play, written in 1858. The playwright adapted its narrative from the epic Mahabharata, reimagining the familiar mythological tale in a dramatic form that foregrounds the psychological and emotional conflicts of its three principal characters—Jajati, Devajani, and Sharmistha. Through this triangular relationship, Michael explored themes of love, desire and jealousy.

An important question emerges here: why did Michael choose this particular love triangle from the vast canvas of the Mahabharata? Was it merely an arbitrary literary selection, or was there a deeper connection between the text and the playwright’s own lived experiences? Could ‘Sharmistha’ be read as an autobiographical play, reflecting Michael’s personal emotional conflicts and romantic entanglements?

In this context, researcher Golam Murshid, in his book ‘Aashar Chhalane Bhuli’, offers significant insights that suggest possible autobiographical resonances within the play. This discussion, therefore, seeks to examine how Michael articulates his own inner conflicts through the dramatic structure of ‘Sharmistha’.

Discussion

উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁর একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। চতুর্দশ শতকের ইতালির চিন্তকরা ধ্রুপদী ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষাচর্চার মাধ্যমে প্রাচীনকে আবিষ্কার করেছিলেন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাখ্যার দ্বারা, প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মানবিক মূল্যবোধকে। বহু ভাষাবিদ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন সেই ইতালির চিন্তকদের সার্থক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 367 - 373
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উত্তরসূরী। তিনিও তাঁর সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে আধুনিক, মানবতাবাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, রোমান্টিক মন নিয়ে পুরাতনকে পুনরাবিষ্কার করেছিলেন।

মাইকেলের অন্যতম জীবনীকার গোলাম মুরশিদ লিখেছেন—

> "...তিনি আপাতদৃষ্টিতে পৌরাণিক বিষয়বস্তু নির্বাচন করলেও আসলে তার অনেক রচনাই আত্মজৈবনিক এবং আত্মজৈবনিক প্রেরণা যত প্রবল, তাঁর সে রচনা তত আন্তরিক এবং প্যাশন-পরিপূর্ণ।" (গোলাম মুরশিদ, ২০২০, ২৬৭)

এই নিবন্ধে আমাদের আলোচনার বিষয় ১৮৫৮ সালে রচিত 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি। এই নাটকের কাহিনি মধুসূদন নিয়েছিলেন মহাভারতের আদিপর্ব থেকে। মহাভারতের যযাতি, দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠার গল্পটিকে 'শর্মিষ্ঠা নাটক'-এ নবনাট্যরূপ দান করলেন তিনি। শুধু ফর্ম বা রূপাবয়বে নয়, ভাষায় ও প্রকাশ ভঙ্গিতেও এই নাটক অভিনব। কেবল মহাভারতের গল্পই এই নাটকের বিষয়বস্তু; নাকি এই বিষয়বস্তু নির্বাচনের পিছনে অন্তর্লীন চোরা স্রোতের মত কাজ করেছিল তাঁরই জীবননাট্যের একটি বিশেষ অধ্যায়? শর্মিষ্ঠা নাটকটি কি আত্মজৈবনিক? এ বিষয়ে তাঁর জীবনীকার বহু গবেষণালব্ধ গ্রন্থ 'আশার ছলনে ভুলি'-তে এর কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন—

১. ক্ষত্রিয় রাজা যযাতির বিবাহিতা স্ত্রী দেবযানী, প্রেমিকা শর্মিষ্ঠা এবং পরবর্তীতে গান্ধর্ব মতে স্ত্রী। মাইকেলও প্রথম বিয়ে করেন রেবেকাকে এবং পরে হেনরিয়েটার সঙ্গে প্রেম ও সহবাস।

২. ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানী এবং ক্ষত্রিয় রাজা যযাতির বিবাহ। মাইকেল খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও সে ছিল কৃষ্ণাঙ্গ এবং রেবেকা ও হেনরিয়েটা দুজনেই নীলনয়না শ্বেতাঙ্গিনী।

একটি শ্রেষ্ঠ গবেষণা বা গবেষকের উদ্দেশ্য হল পাঠকের সামনে কিছু নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করা। গোলাম মুরশিদের নির্মোহ স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, নিরন্তর গবেষণা বহু-পরিচিত একটি জীবনীকাব্যকে যেমন অভিনবত্ব দান করেছে, তেমনি বর্তমান প্রবন্ধের লেখককেও ভাবিয়ে তুলেছে।

অনেক সময় একজন ঔপন্যাসিক অথবা নাট্যকার নানাধরনের বহু চরিত্র অঙ্কন করেন। আপাতদৃষ্টিতে তাদের মধ্যে কোন মিল থাকে না কিন্তু ওই সব উপন্যাস এবং নাটকে বারবার যে বক্তব্য এবং মূল বিষয়টি ফিরে ফিরে আসে তার মধ্য দিয়ে লেখককে অভ্রান্ত ভাবে চোখে পড়ে। আমরাও এখানে বোঝার চেষ্টা করব শর্মিষ্ঠা নাটকের মধ্যে দিয়ে কীভাবে নাট্যকার তার নিজের একান্ত আন্তরিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি যেন তাঁর জীবননাট্যের একটি অধ্যায়কে সযত্নে বুনে দিয়েছেন 'শর্মিষ্ঠা নাটক'-এর আঙ্গিকে, ভাবে এবং চরিত্রের দ্বন্দ্বে।

প্রথমেই বহুল পরিচিত শর্মিষ্ঠা নাটকের পটভূমি আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন। ১৮৫৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে মধুসূদন মাদ্রাসের প্রবাসজীবন ত্যাগ করার পর কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করলেন। বহু খোঁজাখুঁজির পর হিন্দু কলেজের সহপাঠী কিশোরীচাঁদ মিত্রের সহায়তায়, পুলিশ কোর্টে জুডিশিয়াল ক্লার্কের পদে ১২৫ টাকা বেতনের চাকরিতে যোগদান করলেন। ১৮৫৮ সালের 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরাজি অনুবাদকে কেন্দ্র করে হঠাৎ তার সাহিত্যপ্রতিভা আরো একবার জেগে উঠলো। এই সময়ের বাংলা নাটকগুলি, যেমন— যোগেশচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২), উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' (১৮৫৬), রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪), তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) ইত্যাদি ছিল মূলত সংস্কৃত নাটক থেকে অনুবাদ অথবা সংস্কৃত নাট্যশৈলীকে অনুকরণ করে রচিত। আজন্ম গ্রীক এবং শেক্সপিয়ারের নাটকের অন্ধভক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের এইসব নাটকগুলি স্বাভাবিকভাবেই ভালো লাগেনি। তাই তিনি 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রস্তাবনা-কবিতায় লিখেছিলেন—

"অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"
(সুকুমার সেন, ১৪১৪, ১১১)

এমনকি শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটকটির রামনারায়ণ-কৃত বাংলা অনুবাদও তার পছন্দ হয়নি, 'অকিঞ্চিৎকর' মনে হয়েছে। এই অসঙ্গতিকে দূর করার জন্য একপ্রকার জেদ করেই তিনি বাংলা নাটকে এক ইতিহাস সৃষ্টি করলেন— রচনা করলেন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 367 - 373
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'শর্মিষ্ঠা'। এই নাটকটি রচনার পূর্বেই বন্ধুকে দিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে আনিয়ে নিয়েছিলেন বাংলা এবং সংস্কৃত নাটকের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি। কী কী বই পড়েছিলেন তা জানা যায় না; কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ঐ সময় যেসমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থগুলি বেরিয়েছিল তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অমরকোষ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ অন্তর্গত চণ্ডী, বিষ্ণুপুরাণ; এছাড়াও রামায়ণ মহাভারত তো ছিলই— যা মধুসূদনের শৈশবের সঙ্গী। নাট্যকার 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের কাহিনিটি মহাভারতের আদিপর্ব থেকে নিলেও নাট্যশৈলীটিকে গ্রহণ করেছিলেন পাশ্চাত্য আবহাওয়া থেকে। এ বিষয়ে তিনি বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখেন—

> "কিন্তু যদি ভাষায় ব্যাকরণগত ভুল না থাকে, ভাব যদি হয় যথোপযুক্ত ও উজ্জ্বল, বৃত্ত যদি হয় চিত্রাকর্ষক এবং চরিত্রগুলি সুচারুরূপে অঙ্কিত, তাহলে বিদেশি আবহাওয়া তার মধ্যে থাকলেই বা ক্ষতি কি? মুরের কাব্যে প্রাচ্যভাবের আধিক্য বলে, বায়রনের কবিতায় এশিয়ায় বাতাস আছে বলে বা কার্লাইলের লেখায় জার্মান ভঙ্গী আছে বলে কি কেউ তাদের অশ্রদ্ধা করে? তাছাড়া মনে রেখো আমি আমার সেই সব দেশবাসীর জন্য লিখছি যারা আমার মতোই চিন্তা করে এবং যাদের মন পাশ্চাত্য ভাবধারায় ও চিন্তায় উদ্বুদ্ধ।" (দ্র. দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, ১৯৫৬, ২৫৩)

প্রথম বাংলা রচনা এবং বাংলা ভাষা সম্পর্কে সংশয় থাকায় মাইকেল নাটকটি রামনারায়ণ তর্করত্নের কাছে সংশোধনের জন্য পাঠান রামনারায়ণ কৃত সংশোধন ও সম্পাদনা দেখে কবি অত্যন্ত হতাশ ও বিরক্তি প্রকাশ করে একটি চিঠিতে লেখেন—

> "আর এ বালাই যেন আমার না হয়। আমাকে চলতে হলে আমার নিজের পায়ের উপর ভর করেই চলতে হবে। রামনারায়ণ আমার বাক্যগুলিকে পরিবর্তিত করুন এ আমি চাইনি— নিশ্চয়ই না। শুধুমাত্র ব্যাকরণগত ভুলগুলির সংশোধনের জন্য আমি তাকে অনুরোধ করেছিলাম। তুমি জানো, মানুষের রচনারীতির মধ্যে তার মন-প্রাণের প্রতিবিম্বটি পড়ে। তোমাকে বলতে কি, উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে এই অধমের কোন দিকেই কিছু মিল নেই। তবে আমি তার কয়েকটি সংশোধন গ্রহণ করব।" (তদেব)

উপরিউক্ত আলোচনায় একদিকে প্রতিফলিত হয় লেখকের নাট্যচিন্তার আদর্শটি আবার অন্যদিকে এই বিশেষ নাটকটি রচনার অন্তরালে লেখকের পরিশ্রম এবং আন্তরিক যত্নের চিহ্নটি। 'তুমি জানো, মানুষের রচনারীতির মধ্যে তার মন প্রাণের প্রতিবিম্বটি পড়ে' — এই উক্তিটি প্রসঙ্গত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শর্মিষ্ঠা নাটকটি রচনার পিছনে নাট্যকারের কোন মানসিকতার প্রতিবিম্বটি রূপায়িত হয়েছে সেটি আমাদের আলোচ্য।

প্রথমেই রচনারীতি দিকটি আলোচনা করা যাক। সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এ জানিয়েছেন—

> "বাঙ্গালা নাটকের আদর্শ খুঁজিতে গিয়া স্বভাবতই কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলার প্রতি মধুসূদনের মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। শকুন্তলার একটি শ্লোকে মধুসূদন প্রকল্পিত নাটকের কাহিনি সূত্রের সন্ধান পাইলেন। শ্লোকটি পতিগৃহ গমনমুখী শকুন্তলার প্রতি কর্ণ্বের আশীর্বচন।" (প্রাগুক্ত)

কিন্তু মধুসূদন তাঁর শর্মিষ্ঠা নাটকে সংস্কৃত নাট্যাদর্শ মেনে প্রস্তাবনা রাখেন নি, অঙ্করীতি মানেন নি, বরং অঙ্কগুলিকে গর্ভাঙ্কে ভাগ করেছেন, এমনকি স্থান-কালের ঐক্য রক্ষাও করেননি। সংস্কৃত নাটকের আদর্শে যে বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে অনুসরণ করলেন তা হল ত্রিভুজ প্রেমের সমস্যা ও তার সমাধান। আলোচ্য শর্মিষ্ঠা নাটকে আমরা দেখতে পাই ক্ষত্রিয় রাজা যযাতির দুই নারীর সঙ্গে প্রেম ও বিবাহ। একজন দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা, অপরজন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী। নাট্যকারও দুই নারীর প্রেমে পড়েন, তাদের মধ্যে একজন রেবেকা আর একজন হেনরিয়েটা। মহাভারতের গল্পের পট পরিবর্তনেই এই ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ সেখানে যযাতির পূর্বরাগ নেই বরং দুই নায়িকা উপযাচিকা হিসেবে রাজার কাছে প্রণয় প্রার্থনা করেছিল। এখানে প্রথম থেকেই অর্থাৎ জঙ্গলের কূপ থেকে অসহায়া দেবযানীকে উদ্ধার করার পর থেকেই তাঁরা একে অপরের প্রতি প্রেমমুগ্ধ। মাদ্রাজে যাবার পর অরফান অ্যাসাইলাম স্কুলে পড়াতে শুরু করেন মধুসূদন এবং তার পরবর্তীকালে ভাবী স্ত্রী রেবেকার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। প্রথম পরিচয়ের পর রেবেকার প্রেমে পড়তে রোমান্টিক মাইকেলের বেশি সময় লাগেনি। প্রথম যৌবনেই তিনি ভালোবেসেছিলেন, ধ্যান করেছিলেন যে বিদেশিনীর, তাঁকে তিনি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 367 - 373
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

খুঁজে পেলেন আত্মীয়-সহায়হীন, কাঙাল, নিঃসঙ্গ শ্বেতাঙ্গিনী রেবেকার মধ্যে। বলা যেতে পারে, দেবযানীর উদ্ধারকারীর মতোই তিনিও অনাথ অ্যাসাইলাম থেকে নিঃসঙ্গ রেবেকাকে উদ্ধার করলেন। তাঁকে দিলেন নতুন পরিচয়। নিঃসঙ্গ রেবেকাও শিক্ষক মাইকেলের মধ্যে পেয়েছিলেন আন্তরিকতা এবং আশ্রয়ের চিরন্তন ভরসা। 'দি ক্যাপটিভ লেডি'-র সূচনা অংশে কবি রেবেকার প্রতি প্রেম ও নির্ভরতা প্রকাশ করেছেন এভাবে—

> "রবিকরোজ্জ্বল স্বপ্ন বুনবো আমি, তোমার নয়নে জোগাবে আমার প্রেরণা; কেবল তোমায় পরাবো আমার মালা, প্রেমের মালা;
> সৌন্দর্যের সিংহাসনে আসীন আমার রানী।
> মধুর এমন ওই নয়নে নয়ন রাখা, যে নয়নে ভিড় করেছে পরম প্রেমের আলোকমালা।" (দ্র. গোলাম মুরশিদ, ২০২০, ১০৩)

আবার নাটকেও দেখা যায় দেবযানীর প্রেমে ভাসমান রাজা যযাতি বিদূষকের কাছে উচ্চারণ করছে—

> "তুমি বলো দেখি বিধাতার একি অদ্ভুত লীলা দেখো যে মহামূল্য মানিক্য রাজ চক্রবর্তীর মুকুটে উপযুক্ত তমোময় গিরিগহ্বর কি তার প্রকৃত বাসস্থান?
> সুলোচনা মৃগী ভ্রমে নির্জন কাননে;
> গজমুক্তা শোভে গুপ্ত শুক্তির সদনে; ..." (ক্ষেত্র গুপ্ত, ১৯৭৭, ২১৫)

সুন্দর চক্ষুবিশিষ্টার মধ্য দিয়েই তো মধুসূদন পৌরাণিক সময়কে দেখেছিলেন আধুনিকতার লেন্স দিয়ে। আর সেই আধুনিকতার নায়ক হলেন স্বয়ং তিনিই।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি নাট্যকারের জীবনের সঙ্গে মিলে যায় সেটি হল অসবর্ণবিবাহ। নাটকে ব্রাহ্মণ কন্যা দেবযানী ও ক্ষত্রিয় রাজা যযাতির প্রেম ও বিবাহ লক্ষ্য করা যায়; তেমনি কৃষ্ণাঙ্গ মাইকেল বিয়ে করেছিলেন শ্বেতাঙ্গিনী রেবেকাকে। এখানে মূল মহাভারতের গল্পটিকে সচেতন ভাবে মাইকেল পরিবর্তন করেছেন। মূল মহাভারতে দেখা যায় দেবযানী বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণ কন্যাকে গ্রহণ করতে চাননি। এমনকি দৈত্য গুরু শুক্রাচার্যের অনুমতির পরও যযাতি বলেছিলেন—

> "ভগবান্ ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণ নন্দিনীর পানিগ্রহণ করিলে বর্ণসঙ্করজনিত দোষে পরিলিপ্ত হইতে হয়, এই ভয়ে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত নহি।" (আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৬৮, ১৪৭)

অথচ নাটকে দেখতে পাই, প্রথম দর্শনেই তাদের প্রেম ও অদর্শনে বিরহ। কিন্তু এই পরিবর্তনের কারণ কী? অনুসন্ধানে অগ্রসর হলে আমরা দেখতে পাই, কৈশোর জীবন থেকেই কবিকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। গ্রামের পাঠশালা থেকে কলকাতায় এসে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় তার আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছেদে অনাগরিকত্বের ছাপ থাকায় নানাভাবে সহপাঠীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মুখোমুখি হতে হয়েছে। আবার খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করার পর বাড়ির দরজা বন্ধ হল, হিন্দু কলেজের দরজা বন্ধ হল, বন্ধুরাও একে একে দূরে সরে গেলেন। একমাত্র গৌরদাস বসাকই মাঝে মধ্যে দেখা করতে যেতেন লুকিয়ে। এই সময় নিঃসঙ্গ কবি বন্ধু গৌরদাসকে লিখেছিলেন—

> "হায়! আমি একা! এবং আমার যা প্রয়োজন, তা হল সঙ্গ। হ্যাঁ গৌর! তুমি কি এসে আমার সঙ্গে আজকের দিনটা কাটাবে? আমি প্রায় নিশ্চিত যে, তুমি এটা করবে না, কিন্তু যেহেতু তুমি দাবি করো যে, তুমি আমার বন্ধু সেজন্য আমি যে সংকটে আছি, এটা তোমাকে জানানো আমার—বলতে গেলে—একটা দায়িত্ব।" (গোলাম মুরশিদ, ২০২০, ৭২)

ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিচার করার বিপক্ষে ছিলেন মধুসূদন। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বৈষম্যমূলক আচরণকে তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। বিশপ কলেজে পড়ার সময় বিদেশি এবং দেশি মিশনারীদের বেতনের বৈষম্য তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এবং মিশনারির কাজ করবেন না বলে অধ্যাপকদের জানিয়েও দিয়েছিলেন। এছাড়াও কলেজে বর্ণভেদে পোষাক-পরিচ্ছদ ও পানীয়র পার্থক্য করা হত। ছাত্রদের বর্ণ অনুযায়ী তিনটে সম্প্রদায়ে ভাগ করা হত। যথা— ইংরেজ, ইউরেশিয়ান এবং নেটিভ। কলেজের অধ্যাপক রেভারেন্ড স্ট্রিট যত জায়গায় কবির নাম উল্লেখ করেছেন কোথাও মাইকেল

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 367 - 373
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বলেননি, সর্বত্র মধুসূদন ডাট ব্যবহার করেছেন। আবার শ্বেতাঙ্গিনী রেবেকাকে বিয়ে করার সময় কবিকে এই বর্ণবিদ্বেষের শিকার হতে হয়। ঐ সময় শ্বেতাঙ্গিনীকে বিয়ে করা ব্যাপারটা ছিল একরকম অসম্ভব, নানাভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন কবি। বন্ধু গৌরদাসকে চিঠিতে লিখেছিলেন—

> "তাঁকে পেতে আমার দারুন ঝামেলা হয়েছিল। তাঁর বন্ধুরা বুঝতেই পারছো, এ বিয়ের খুব বিরোধী ছিল। কিন্তু সব ভালো যার শেষ ভালো।" (তদেব, ৯৮)

ধর্মে খৃষ্টান মর্মে ইউরোপীয় এবং আর দশজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ানের থেকে জ্ঞান ও শিক্ষাগত যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠ হয়েও কবিকে এই বর্ণভেদপ্রথার শিকার হতে হয়েছিল। রোমান্টিক স্পর্শকাতর কবিমন এই বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। তাই অ্যাসাইলাম স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মাইকেলের স্থানে স্কুলের পরিচালকরা যখন বিলেত থেকে একজন শিক্ষক নিয়ে আসার কথা চিন্তা করছিলেন; তখন কবি আর এই বৈষম্যকে মেনে নিতে পারলেন না। 'ইউরেশিয়ান'-এর (Eurasian) এপ্রিল ২৯ সংখ্যায় এই প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করে লিখলেন—

> "এই স্কুলটি হল বিশেষ করে একটি পূর্ব ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। তাহলে এই স্কুলের শিক্ষককে একজন ইউরোপীয়ান হতে হবে কেন? যারা চামড়ার রঙের পার্থক্যের কাছে নতি স্বীকারের শোচনীয় ক্রোধের আগুন জ্বালানো অব্যাহত রাখেন, সেই অবলুণ্ঠিত মোসাহেবি এবং মানসিক দাসত্বের নিন্দা করার মতো কঠোর ভাষা আমাদের জানা নেই।" (তদেব, ১২০)

এইসব বর্ণবৈষম্যের অভিজ্ঞতাই তাঁর প্রথম নাটকের বিষয়-নির্বাচনকে সম্ভাবিত করে তুললো। সেই জায়গায় তিনি নিয়ে এলেন রোমান্টিকতা আর প্রেম এবং পৌরাণিক চরিত্রকে আধুনিক করে তুললেন। বিদেশিনী রেবেকাকে বিয়ে করার পর তিনি উপলব্ধি করেছিলেন চামড়ার রঙ মানুষের বহিরাবরণ, মানুষ তো সবদেশে সর্বকালেই এক। একেই হয়তো বলা হয় 'এ ট্রু হিউম্যানিস্ট এপ্রোচ'। কবি যেন সব নিগড় ভেঙে বিশ্বমানবতার অঙ্গনে দাঁড়ালেন। আর তাঁর রচিত শর্মিষ্ঠা নাটকটিও যেন বিশ্ব মানবতার ধর্মে দীক্ষিত হল এবং প্রাদেশিকতা আন্তর্জাতিকতায় উত্তীর্ণ হল।

এবার আসি নাটকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রধান চরিত্র শর্মিষ্ঠা প্রসঙ্গে। যাকে কবি অত্যন্ত যত্ন সহকারে আন্তরিকতার সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন। যার রূপ আমরা খুঁজে পাই মাইকেলের দ্বিতীয় প্রেম হেনরিয়েটার মধ্যে। এই চরিত্র সৃষ্টির উৎসে রয়েছে হেনরিয়েটার প্রতি কবির অবচেতন মনের প্রেমানুভব। মাদ্রাজ স্কুলের সহকর্মী জর্জ হোয়াইট কবির পূর্বপরিচিত ছিলেন। অরফান অ্যাসাইলামে জর্জের যাতায়াত ছিল। এখানেই পড়াতেন মাইকেল, সেখান থেকেই তাদের বন্ধুত্ব। এই জর্জের ছিল তিনটি সন্তান। বড় মেয়ে অ্যামিলিয়া, তারপর হেনরিয়েটা ও সাফাইয়া। তাদের মা অর্থাৎ জর্জের স্ত্রী মারা যাবার পর কবি তাদের প্রতি একটু বেশি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর তিন বছরের মধ্যে কন্যার বয়সী এক কিশোরীকে বিয়ে করলেন জর্জ হোয়াইট। বোঝাই যায় সমবয়সী বিমাতার সঙ্গে ঘর করতে গিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁদের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যায়। কবি নিজেও এই সমস্যাটি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থবার বিবাহ করেছিলেন। এর ফলে সংসারে কি অশান্তি নেমে আসে তা আন্দাজ করেই মাইকেল সহানুভূতি এবং আন্তরিকতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন হেনরিয়েটার দিকে। দু-তিন বছর আগেই মা জাহ্নবী দেবী মারা যাওয়ার খবর পেয়ে তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। আর্থিক অনটন থাকা সত্ত্বেও তিনি কলকাতায় না গিয়ে পারেননি। তাই হেনরিয়েটার চোখের জল মুছিয়ে দিতে কবি একবারও দ্বিধা করেননি।

দৈত্যরাজ দুহিতা থেকে সে এখন দেবযানীর দাসী। তিনি তাঁর দুঃখের কথা সখিকে জানাচ্ছেন—

> "সখি! বিধাতা এখানে আমাকে পরাধীনা করেছেন, সুতরাং পরবশ জনের স্বেচ্ছানুসারে কর্ম করা কি কখনো সম্ভব হয়?" (প্রাগুক্ত, ২০৮)

অথবা শর্মিষ্ঠার স্বগতোক্তি—

> "এই দুস্তর শোকসাগর হতে আমাকে আর কে উদ্ধার করবে? হা হতবিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল?" (প্রাগুক্ত, ২২৩)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 367 - 373
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উপরিউক্ত উক্তিগুলি হেনরিয়েটার মুখে বসিয়ে দিলে, খুব কি কিছু আলাদা হয়? একদিকে মায়ের মৃত্যুশোক অন্যদিকে সমবয়সী বিমাতার অধীনে থাকা হেনরিয়েটাকে দেখে যযাতির মতো মাইকেলেরও মনে হয়েছিল—

> "করতলে কপোল বিন্যাস করে অশোকবৃক্ষতলে বসে রয়েছে; বোধ হল, যে সে চিন্তার্ণবে মগ্না রয়েছে..." (প্রাগুক্ত, ২২১)।

নাট্যকার যেন তার সৃষ্ট নাটকের নায়ক যযাতির মত উদ্ধারকর্তা রূপে আবির্ভূত হয়েছেন দুই প্রেমিকার জীবনে। নাটকে যযাতি যেমন জঙ্গলের অন্ধকার কূপ থেকে উদ্ধার করেছিলেন দেবযানীকে এবং পরিচারিকা-রূপ পরাধীনতার গ্লানি থেকে উদ্ধার করেছিলেন শর্মিষ্ঠাকে; তেমনি মাইকেলও নিঃসঙ্গ অ্যাসাইলাম থেকে উদ্ধার করে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন রেবেকাকে এবং পারিবারিক প্রবল অশান্তি থেকে মুক্ত করে প্রণয়িনী আখ্যা দিয়েছিলেন হেনরিয়েটাকে। মহাভারত কাহিনীর নায়িকা ছিলেন দেবযানী; কিন্তু মধুসূদন তাঁর নাটকে শর্মিষ্ঠাকেই নায়িকা করেছিলেন। এই পরিবর্তনের কারণ— কবি নতুন প্রেমের তীব্র আকর্ষণে পুরনো প্রেম ও সম্পর্ককে ভুলতে বসেছিলেন; যা ক্রমেই ফিকে হয়ে যাচ্ছিল। নাটকে শর্মিষ্ঠার রূপ ও গুণের বর্ণনার ক্ষেত্রে বা প্রশংসার ক্ষেত্রে নাট্যকার যেন অতিরিক্ত যত্ন নিয়েছেন। তাঁর প্রতি যে সম্মোধন সূচক শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন, যেমন— 'প্রাণাধিক প্রিয়তমা', 'কান্তে', 'প্রিয়ে', 'প্রাণেশ্বরী'। অন্যদিকে দেবযানীর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মহিষী শব্দটিরই বেশি ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই সময় থেকেই হেনরিয়েটা মাইকেলের সঙ্গে কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করেন। ১৮৪৮ এর শেষ থেকে ১৮৪৯ সালে যে নয়নে নয়ন রেখে কবি রচনা করেছিলেন 'দা ক্যাপটিভ লেডি— ভিশন অফ দ্য পাস্ট', 'রিজিয়া'র মতো কাব্যগ্রন্থগুলি; ঠিক তার দশ বছর পর ১৮৫৮-র শেষের দিকে কলকাতায় বসে তাঁর মধ্যে আবার এক নতুন সৃষ্টির জোয়ার নেমে এলো। তবে এবারে তার জীবনসঙ্গিনী 'মৃগাক্ষী', 'পদ্মনয়না' হেনরিয়েটা।

নাটকে দেবযানীর মতোই লেখকের জীবননাট্যমঞ্চে স্ত্রী রেবেকা জেনেছিলেন তাদের গোপন প্রেমের কথা। রাজা যযাতি যেমন তাঁর লজ্জা ঢাকার জন্য লুকিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন; নাট্যকারকেও আমরা দেখতে পাই, চার চারটি সন্তানকে ত্যাগ করে মাদ্রাস ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে। দেবযানী সখীর কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন—

> "এমন নরাধম পাষণ্ড পাপী কৃতঘ্ন পুরুষের মুখ কি আমার দেখা উচিত? যে দুরাচার, তার প্রেয়সি শর্মিষ্ঠাকে রাজমহিষী পদে অভিষিক্তা করে তাকে নিয়ে পরম সুখে কাল যাপন করুক।" (তদেব, ২২৯)

আবার—

> "হা দুরাচার পাষণ্ড! হা নরাধম! তুই ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণ কন্যাকে পেয়েছিলি, তথাপি তোর বিন্দুমাত্র জ্ঞান হয় নাই।" (তদেব, ২৩০)

উক্তিগুলি কি রেবেকার স্বগতোক্তি নয়? মাদ্রাসে অভাবের সংসার চার সন্তান ও পত্নী রেবেকাকে ত্যাগ করে, কোনও পারিবারিক দায়িত্ব পালন না করে, তিনি চলে এসেছিলেন কলকাতায় আর কখনো ফিরেও তাকাননি। এই নিষ্ঠুর পদক্ষেপটি তাঁকে হয়তো দগ্ধ করেছিল, হয়তো তাই এই আত্মঅন্বেষণ। ২০ ডিসেম্বর ১৮৫৫ সালের একটি চিঠিতে তিনি নিজেকে 'Poor Devil' বলেছেন। (গোলাম মুরশিদ, ২০২০, ১৪৭) আসলে এটাই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যৌবনে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে বাড়ি ত্যাগ করেছিলেন, তারপর কলকাতা ছেড়ে মাদ্রাস আসেন। তখনও চিরন্তন মাতৃস্নেহ তাকে কাছে টানতে পারেনি। আবার এই মাদ্রাস ছেড়ে যখন কলকাতা ফিরলেন, সন্তান-সন্ততি পরিবারকে ত্যাগ করে, একবারের জন্যও আর সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। নাটকের ক্ষত্রিয় রাজা যযাতির মতই কবিও মাদ্রাসে শুরু করেছিলেন দ্বৈত জীবনযাপন। রেবেকার সঙ্গে সপরিবারে সংসার করলেও শেষ একবছর থেকেই চলতে থাকে হেনরিয়েটার সঙ্গে তার প্রণয়লীলা। এই সময় কবি হয়তো এক প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটিয়েছেন। কারো সঙ্গে সে দ্বন্দ্ব ভাগ করে নিতে পারেননি, সবার মাঝে থেকেও তিনি হয়তো একা হয়ে গেছেন। যেটুকু আশ্বাস পেয়েছিলেন, হয়তো তা হেনরিয়েটার কাছ থেকেই। কিন্তু অপরাধবোধ, খৃষ্টীয় পাপবোধ— তা থেকে তিনি কী করে মুক্তি পাবেন? তাই তিনি হয়তো নিজেই নিজের উপর এই অভিসম্পাত করেছেন। বিরহ প্রবঞ্চনা জনিত ক্ষোভ, অভিযোগ—এই সবই পরবর্তীকালে 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এর নারীদের পত্রে আমরা লক্ষ করি। তাঁরাও নিজেদের অভিমান এবং মনোযোগের কথা তাদের প্রেমিক বা স্বামীর উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 367 - 373
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দিয়েছিলেন। আলোচ্য নাটকে দেবযানী সম্পর্কে রাজা বলেছেন 'তিনি অত্যন্ত অভিমানিনী'। মাইকেল পত্নী রেবেকাও কোনদিন আর তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি। কোন যোগাযোগ রাখারও চেষ্টা করেননি। মাইকেল কলকাতায় চলে আসার পর রেবেকার দু একজন পারিবারিক বন্ধু কলকাতায় এসেছিল। মাইকেলের সঙ্গে দেখাও হয়েছিল তাঁদের। কিন্তু রেবেকা আসেননি। পরবর্তীকালে তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টিকর্মে অভিমানিনী নারী চরিত্রের ভিড় আমরা লক্ষ করি। অর্থাৎ নাট্যকার এই নাটকটির মধ্যে দিয়ে জীবনের একটি অধ্যায়কেই বর্ণনা করছেন না, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরবর্তী সৃষ্টিযজ্ঞে অংশগ্রহণকারী চরিত্রদের একটি পূর্বাভাসও এখানে মেলে।

নাটকের শেষে দেখা যায়, শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরুর কাছ থেকে যৌবন নিয়ে, রাজা যযাতি শুক্রাচার্যের অভিশাপ মুক্ত হয়ে, দুই স্ত্রীকে নিয়ে সুখে বসবাস করছেন। প্রসঙ্গত দেবযানীর শেষ উক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—

> "সে যা হৌক, সখি, অদ্যাবধি আমাদের পূর্ব্বপ্রণয় সঞ্জীবিত হলো। এখন এসো, দুইজনেই পতিসেবায় কিছুদিন সুখে যাপন করি। (রাজার প্রতি) মহারাজ, এক বিশাল রসালো তরুবর, মালতি আর মাধবী উভয় লতিকার আশ্রয়স্থল হল।" (ক্ষেত্র গুপ্ত, ১৯৭৭, ২৩৯)

নাট্যকারের জীবনে অবশ্য রেবেকা ও হেনরিয়েটার সঙ্গে একত্রে সুখে বসবাস করা হয়নি। শেষ অবধি এই কী ছিল লেখকের অবচেতনে? তৎকালীন সমাজে বহুপত্নীক হওয়াটা খুব স্বাভাবিক ছিল। উনিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবী, মুৎসুদ্দিরা ও বেনিয়ারা উপ-পত্নীর সঙ্গে ঘর করাকে কোনোরকম রীতিবিরুদ্ধ কাজ হিসাবে দেখত না। মাইকেলের বাবা রাজনারায়ণ দত্ত বহুপত্নীক ছিলেন, এমনকি বঙ্গীয় রেনেসাঁর প্রথম ফসল রাজা রামমোহন রায়ও দুই পত্নীর সঙ্গে ঘর করতেন। মাইকেলের মনে ঐ যুগের প্রতিনিধি হিসেবে এরকমই কোনো খেয়াল কি উঁকি দিয়েছিল?

Bibliography:

আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৬৮, *নাট্যকার শ্রীমধুসূদন*, সাহিত্য প্রকাশ, কলিকাতা।

ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পা.), ১৯৭৭, 'শর্মিষ্ঠা নাটক', *মধুসূদন রচনাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা।

গোলাম মুরশিদ, ২০২০, *আশার ছলনে ভুলি*, আনন্দ, কলকাতা।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ (সম্পা.), ১৯৫৬, *মধুসূদন: সাহিত্যপ্রতিভা ও শিল্পী-ব্যক্তিত্ব*, পুঁথিপত্র, কলকাতা।

সুকুমার সেন, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা।